মুখোশ ও মুখশ্রী

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

বিকেল হয়নি ভালো করে।

তরলা লাইলাক রংয়ের ভয়েল শাড়ি পরে টেনিস কোর্টে বসে প্রতীক্ষা করচে মি.বাসুর। মি.বাসুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? বিখ্যাত টেনিস-খেলোয়াড় মি.বাসুর কৃশ, দীর্ঘ, সুন্দর, যৌবনশ্রী-মণ্ডিত চেহারা আলিপুর অঞ্চলের ও বালিগঞ্জ অভিজাত-পল্লীর প্রত্যেক টেনিস কোর্টকে অলঙ্কৃত করেচে—তাঁর নিখুঁত সাহেবী পোশাক ও নিখুঁততর আদবকায়দা অনেক ঈর্ষাপরায়ণ তরুণের অনুসরণ-কেন্দ্র।

সেদিন বইয়ের এজেন্ট মি.সেনকে দেখে এরা বুঝেছিল এ তাদের সেটের লোক নয়।

অণিমা নাক সিঁটকে বলেছিল—ও, মি! টাইটার রং এমন বিশ্রী? টেস্ট বলিহারি ভদ্রলোকের। ওই টাই পরে—ইট্ ইজ বিঅন্ড মি! সিওরলি ওয়ান শুড্ নো হাউ টু ড্রেস প্রপারলি!

তরলা মুখে রুমাল দিয়ে বলেছিল—স্-স্-স্! নো ব্যাড্ রিমার্কস ডিয়ারি—যার যা তার তা।

—জানি। তবুও ওয়ান শুড্—

—হি-হি-হি-হি—

—তবে? তুমি নাকি বড়—হঠাৎ এত খুশি যে? ব্যাপার কি?

—জানিনে।

—আমি জানি। মি.বাসু আজ টেনিসে আসচেন, না?

— (সুরে) দেয়ার আর ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দ্যাট্ রোম্ দি গড্স-রোড,গ্রীন আইড্—অ্যান্ড্ অ্যাফ্রেড্ অফ্ নান্।

—থাক্—থাক্—বুঝেচি। ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স দেয়ার আর এনাফ অ্যান্ড টু স্পেয়ার—বাট্—

—চুপ্।

—সত্যি, কিছু হবে নাকি?

—কি হবে? (কৃত্রিম কোপে)

—বাঃ, রাগ করো। সুন্দর মানায়।

—নো ফ্ল্যাটারিং প্লিজ্—

—অ্যাট্ লিস্ট্ নট্ ফ্রম্ মি, কেননা তার চেয়েও ভালো সোর্স রয়েচে। না?

—চুপ

—বাস, চুপ করলাম। তরলা-সরলা কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়।

—তার সেই হাঁদামুখো ভবঘুরেটা আজ নাকি কলকাতায় এসেচে শুনলাম! এখানে আসবে নাকি?

—বোধ হয়। সরলা তো কাল রাত্রে ঘুমোয়নি তার কথা ভেবে।

—পোশাক পরা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ভদ্রলোকের। যে তা না জানে—

একে একে মেয়েরা এল, সঙ্গে সঙ্গে এলেন মি. দাস, মি. সেন, মি. চক্রবর্তী ইত্যাদি। এঁদের কাজ হচ্ছে শুধু একটি আমোদের স্থান থেকে আর একটি আমোদের স্থানে যাতায়াত করা। এঁদের প্রত্যেকের নিজের মোটর আছে, এসেচেনও সেই মোটরে। জীবনে এঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে ভালো টেনিস খেলা যায়। বিদেশের টেনিস-বিজয়ীদের নাম এঁদের মুখস্থ।

মি. সেন এদের মধ্যে এসেচেন বেশি দিন নয়, নিজের মোটর আছে, বিলিতি বই-বিক্রেতাদের এজেন্ট। অর্থের দিক থেকে ভালোই উপার্জন, তবে সংসারও ছোট নয়, অনেক বুঝে চলতে হয়। ইনি স্ত্রীকে আনতে সঙ্কোচ বোধ করেন এখানে, কারণ তিনি একেবারে গ্রাম্য মেয়ে,এ দলে মেশবার উপযুক্ত নন।

সরলা নেমে এল ওপর থেকে। বেশ মেয়েটি, একটা সাদা সিল্কের শাড়ি, হাতে রিস্টওয়াচ, চোখে চশমা, বেশ সাদাসিধে চালচলন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় কি একটা চিন্তা করচে অনেকক্ষণ থেকে।

অণিমা বল্লে—এসো সরলা। এত দেরি?

—মাথা ধরেছিল।

—অসময়ে?

—এই সময়েই তো ধরে। একটা অ্যাসপিরিন খেলাম—

—হার্ট-ডিপ্রেসান্ট—বড়—

—হলে কি করবো?

—খেলবে না?

সরলা উত্তর দেবার আগেই দুটি ভৃত্য ট্রে-হাতে ঢুকে সকলকে বরফ দেওয়া পানীয়, বরফশীতল ক্ষীর ইত্যাদি পরিবেশন করতে লাগলো। তরলা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে— মি. দাসকে দাও। ও, আপনার চলবে না? কি দেবে? আচ্ছা চা-ই নিয়ে এসো। আর কেউ চা? সরলা, একটু দ্যাখো না ভাই।

এমন সময়ে মি. বাসু লনে এসে ঢুকলেন। লম্বা, একহারা চেহারা, নিখুঁত পোশাক, নিখুঁত আদবকায়দা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই। চালচলনের কায়দা ছায়াচিত্র - অভিনেতা মরিস সিভ্যালিয়ারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যদিও মরিস সিভ্যালিয়রের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেককাল। সকলে চেয়ে দেখলে মি.বাসুর দিকে। তরলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—কিন্তু সে অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। মি.বাসু হচ্ছেন মল্লিক-বাড়ির এ টেনিস ময়দানের সিংহ। নামকরা খেলোয়াড়। কি করে টেনিস খেলতে হয় স্টাইলের সঙ্গে তা এখানকার অনেকেই এঁর কাছে শিখেছেন, যদিও মুখে স্বীকার করেন না।

মি. দাস বল্লেন—দেরি যে? উই আর অল্ অ্যাওয়েটিং ইওর ভেরি প্রেশাস প্রেজেন্স্।

মি.বাসু বল্লেন—রি-য়্যা-লি?

—আস্ক্ দেম্—আস্ক দি লেডিজ্—

মি.বাসু বিলিতি কায়দায় মাজা থেকে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করলেন। মুখে কোনো কথা বল্লেন না। অতি চমৎকার দেখালো জিনিসটা কায়দার দিক থেকে। অণিমা শীলা সেনের কানে কানে বল্লে—আই কল্ দ্যাট্ স্মার্টনেস, না?

শীলা সেন মি. সেনের ভাগিনেয়ী, সুন্দরী ও সুগায়িকা, টেনিস খেলায় হাত ভালো। মেয়েপুরুষের সম্মিলিত ক্রীড়ায় অনেক টেনিস ময়দানে দেখা যায়—ফিরিঙ্গি-পাড়ায় এবং আলিপুরে বালিগঞ্জে।

খেলা আরম্ভ হবার আর বেশি দেরি নেই। সবাই সবাইকার সঙ্গে কথাবার্তায় মত্ত, সরলা ছাড়া। সে বিমর্ষভাবে একটা পাম গাছের ছায়ায় বসে আছে তৃণভূমির কোণে। হঠাৎ কাকে দেখে সে যেন খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অণিমা চেয়ে দেখলে মি. সুর ওদিকের গেট দিয়ে ময়দানে ঢুকচেন। মোটাসোটা লোক, একটু বেঁটে অথচ থলথলে নয়, বেশ আঁটসাঁট গড়নের চেহারা। মুখে চোখে উদার হাসি। নস্যি-রংয়ের সুট পরনে—ভালো মানায়নি— যেন বালিশের-খোল-পরা গোছের দেখাচ্ছে।

অণিমা নাক সিঁটকে জনান্তিকে বল্লে—বাব্বাঃ—কি লাউড কলার!

তরলা কৌতুকের স্বরে বল্লে-আবার পরচর্চা? তোমাকে তো বলেচি, যার যা তার তা।

অণিমা চুপিচুপি বল্লে—সরলা বেচারির জন্যে দুঃখু হয়। আই ডু পিটি হার—

—তোমার কিছু করবার আছে?

—কিছু না।

—তা হলে সেকথা ছেড়ে দাও। সরলাকে হিন্ট দিয়েচি কতবার, ও বোঝে না। এই সময়ে মি. সেন বলে উঠলেন—ওয়েক আপ লেডিজ—

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। মেয়েরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। উঠলো না কেবল সরলা আর উঠলেন না মি. সুর। মি. সুরকে দু-একজন কৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধও করলে, তিনি বল্লেন, খেলা তিনি জানেন না ভালো, তিনি শুধু দেখতে এসেচেন।

কিছু পরে খেলোয়াড় দল বিশ্রাম করতে এল। অমনি গৃহভৃত্য ছুটে এসে সকলের হাতে হাতে ঠাণ্ডা বার্লির জল, চা, বরফ-মিশ্রিত পানীয় বা কফি পরিবেশন করতে লাগলো। মি.বাসুর নৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো চারিদিক। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো মি.বাসুর চারিদিকে।

মি.সেন বল্লেন—মি.বাসু ভাবচি আপনার শিষ্য হবো। আই উড বি প্রাউড টু বি ইওর ডিসাইপ্‌ল্‌!

মি.বাসু বার্লির জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কায়দার সঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে বল্লেন—গুরু হবার কৃতিত্ব দাবী করতে পারিনে।

অণিমা বল্লে—কি যে বলেন—

—কেন? মিথ্যে বললাম?

—অতিশয় বিনয়ের কথা হোল। আপনার যা হয়েচে, ক'জনের ও রকম সৌভাগ্য ঘটে? আপনার খেলা দুচোখ ভরে দেখলেও আই উড্‌ থার্স্ট ফর মোর—

—ধন্যবাদ—

—না, সত্যি বলচি, আমাকেও আপনি শিষ্য করে নিন না।

—শিষ্য? ব্যাকরণ ভুল হল, শিষ্যা হবে কথাটা।

—যা বলেন। না সত্যি, করে নিন না শিষ্যা।

—তথাস্তু।

সকলে হেসে উঠলো। তরলা বল্লে—কথা বলবার কি সুন্দর ভঙ্গি। ও-ও শিখতে হয় আপনার কাছে।

—অণিমা বল্লে—একশো বার।

মি. সেন বল্লেন—বাঃ, আমি কথাটা তুললাম,আর আপনি ও তরলা দেবী কথাটা একচেটে করে নিলেন দেখচি।

মি. বাসু হেসে বল্লেন—লেডিজ প্রিভিলেজ—

এই সময়ে পুনরায় খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় হোল। সবাই যে যার জায়গায় খেলতে উঠে চলে গেল। মি.বাসু নিজের র‍্যাকেটের তাঁতগুলোতে হাত দিয়ে বল্লেন— একখানা ভালো র‍্যাকেট দিতে পারেন কেউ? পটিগুলো ঢিলে হয়ে পড়েচে, দুটো ছিঁড়ে গিয়েচে-বড্ড অসুবিধে হচ্ছে —

তরলা বল্লে—এই নিন আপনি আমার-খানা।

—আপনি?

—আমি আনিয়ে নিচ্ছি—

অণিমা বল্লে—না হয় আমারটা নিন—

—না থাক। দুজনকেই ধন্যবাদ। এবারটা আমি এতেই চালিয়ে নেবো। তারপর মি.সুরকে দেখিয়ে চুপিচুপি বল্লেন—ও ভদ্রলোকটি কে?

অণিমা চুপিচুপি উত্তর দিলে—একটি নিরীহ ভদ্রলোক।

—পরিচয় কি?

—মি. সুর না সোম, কি জানি।

—ও, কি করেন?

—ভবঘুরে। এ জেন্টলম্যান উইদাউট এনি ডিনোমিনেশন!

—এখানে আগে কখনো তো দেখিনি।

—অনেকবার এসেচেন। মাঝে মাঝে আসেন। সরলা ওঁকে পছন্দ করে।

—রি-য়্যা-লি?

—শুন্‌চি। আসুন, ইন্ট্রোডিউস করে দিই না?

ওরা সকলে আবার খেলতে গেল। এরা নিজের ভাবেই নিজে বিভোর হয়ে আছে, তরলা একটা নীল রংয়ের স্কার্ফ-রিফ নট্ করে বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে র‍্যাকেট হাতে? মি.বাসু খেলার বিষয়ে কি একটা কথা তাঁর পার্টনার অণিমাকে বলচেন। অণিমার চোখে সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি। এখানে যে ক'টি মেয়ে আছে—এদিকে এরা,ওদিকে মি. সেনের বড় মেয়ে মৃদুলা, শ্যালিকা মঞ্জুশ্রী—সুনিপুণ খেলোয়াড় মি.বাসুকে এরা ইষ্টদেবের আসনে বসিয়েচে। একটুখানি খেলা বন্ধ হোলেই মি. বাসুর চতুর্দিকে তরুণীরা মুগ্ধনেত্রে ভিড় করে দাঁড়াবে এবং রজত-বিগলিত-কণ্ঠের কলধ্বনি শুরু হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। মি.সুর একটি সিগারেট নিয়ে সবে ধরিয়েচেন,এমন সময় সরলা এসে ওঁর কাছে বসলো। বল্লে—কি ভাবচেন?

—ভাবচি মিস মিত্র, আমি খেলতে পারি নে কেন?

—শেখেননি কেন?

—সময় পাইনি, সত্যি বলচি। এক সময় ভেবেছিলাম ক্যামেট-পর্বতচূড়ায় উঠবো। চেষ্টা করেছিলাম সেদিকে। একবার ভেবেছিলাম নাঙ্গী পর্বতে উঠবো—এশেন্ ব্রেনার যে বছর মারা গেল নাঙ্গী পর্বতের চার নম্বর ক্যাম্পে, আমি তখন সেই ভীষণ স্নো-স্টর্মের মধ্যে তিন নম্বর ক্যাম্পে আছি। আমার মাথার ওপর বিরাট নাঙ্গী পর্বতের খাড়া ঢালু–চারিপাশ গুঁড়ো বরফে আচ্ছন্ন, কিছু দেখা যায় না।

—বলুন, বলুন—কি ভালোই লাগচে—

—এমন সময় নেপালী ক্যাম্প-ফলোয়ার টুটি থাপা এসে বল্লে—সব খতম্ হো গিয়া হুজুর। আমি আর একজন জার্মান—ওটা ছিল জার্মানদের অভিধান—আবার উঠতে লাগলাম চার নম্বর ক্যাম্পে—

—সেই বরফের ঝড়ের মধ্যে?

—না, সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে যখন বরফের ঝড় কমলো, তখন।

—আপনার কথা শুনে মনে হয়, এরা কি সব ছোট জিনিস নিয়ে থাকে। এদের এই খেলা, সো-কল্ড্ স্মার্টনেস, এদের ইংরিজি বুলি আমার এত খারাপ লাগে! বড় জিনিসকে নিয়ে, বড় কল্পনাকে নিয়ে যদি না থাকতে পারা গেল তবে মানুষ হয়ে জীবনের সার্থকতা কি?

মি.সুর হেসে বল্লেন—আমাকে ঘরছাড়া করেচে আজ কিসে? কবে হয়তো ওই বিরাটের স্বপ্ন দেখেছিলাম,তারপর থেকে শুধু মরুভূমিতে, পর্বতে, বনে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি, কিসের যে নেশায় ঘুরিয়ে নিয়ে

বেড়ায়। কতবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেচি। মরুভূমিতে দিকহারা হয়ে জলের অভাবে মরণের অর্ধেক পথে পৌঁছে ফিরে এসেচি। সে সব গল্প একদিন করবো মিস মিত্র—নিরিবিলি বসে। আজ এই টেবিল খেলার মাঠ তার উপযুক্ত স্থান নয়।

—শুধু আমাকেই বলবেন কিন্তু।

—আর তো কেউ শুনতে চায় না। এখানকার আর তো কারো শোনবার আগ্রহ নেই, আপনাকেই বলবো।

—বসুন। আপনার জন্যে কি আনবো?

—কিছু না।

—আইসক্রিম খান একটু।

—ধন্যবাদ। আপনি বসুন, ব্যস্ত হবেন না।

এই সময় খেলা ভাঙলো। তরলা, অণিমা ও মি.বাসু একসঙ্গে এসে ওদের ডানপাশের চেয়ারগুলো দখল করলে। মঞ্জুশ্রী ও খুকি সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

অণিমা মি.বাসুকে বল্লে—বার্লি-ওয়াটার?

—থ্যাঙ্কস্। আধ গ্লাস।

সরলা এই সময় অণিমাকে বল্লে—অনি, মি. সুরের জন্যে একটা আইসক্রিমের কথা অমনি বলে দাও না—

মি. বাসু গলার সুর নিচু করে বল্লেন অণিমাকে— আইসক্রিম। মেয়েদের খাদ্য বলেই ওটাকে আমার জানা আছে।

অণিমা বল্লে—সবাই সমান পুরুষমানুষ হয় কি?

—কি নাম বল্লেন সরলা দেবী? আমি শুনিনি ঠিক। অন্যমনস্ক ছিলাম।

তরলা বল্লে—মি.সুর। আসুন, ইন্ট্রোডিউস করে দিই।

অণিমা চোখ টিপে বারণ করে বল্লে—থাক।

মঞ্জুশ্রী হেসে বল্লে—কেন?

অণিমা বল্লে—সকলের সঙ্গে সকলের মিশবার যোগ্যতা থাকে কি? আমাকে তুমি নাই বলো মঞ্জু, হয়তো তুমি দোষ দিতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষ যদি পুরুষের মতো না হয়, তেমনি স্মার্ট না হয়, তাহলে জবুথবু জবড়জঙ্গ ধরনের—

তরলা হি-হি করে হেসে বল্লে—আর একটা বিশেষণ বাদ দিলে, সেটা হোল—

মঞ্জু অমনি টপ করে বলে ফেললে—জ-র-দ-গ-ব—

সরলা মুখে আঙুল দিয়ে বললে—স্-স্-স্—

এই সময়ে ভৃত্য বার্লির জল, আইসক্রিম প্রভৃতি ট্রে ভর্তি করে নিয়ে এসে তরলার সামনে ধরলে। তরলা ও অণিমা ট্রে থেকে খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিয়ে যার যার হাতে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সকলের আগে মি.বাসুকে ও সর্বশেষে মি.সুরকে দেওয়া হল।

ঠিক এই সময়ে একখানা টু-সিটার অস্টিন ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। তা থেকে নেমে মি.দে আর তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে দেখা গেল টেনিস কোর্টে ঢুকচেন।

মি.দে এ-সমাজের চূড়ামণি, পৌরসভার ডেপুটি মেয়র, কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার, বড় কংগ্রেসী পাণ্ডা, সাহিত্যিক ও বক্তা। এদের দলে যখন মেশেন, তখন এরা বিনয়ে বিগলিত হয়ে থাকে সর্বদা। ওঁরা টেনিস কোর্টে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে মি. দে, এই যে মিস দে, আসুন আসুন, সো গুড অফ ইউ টু।

—মিস্ দে-কে যে বড্ড টায়ার্ড দেখাচ্ছে—বসুন—বসুন, ইত্যাদি।

তরলা বল্লে—শকু দিদি—সেই হাজারিবাগ আর এই! কতদিন—

হঠাৎ মি.সুরের দিকে চোখ পড়াতে মি. দে যেন অবাক হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন— আপনি।

শকুন্তলাও এগিয়ে এসে বল্লে—মি. সুর! সত্যি আপনি?

মি.সুর দাঁড়িয়ে উঠে ওঁদের অভিবাদন করলেন। বল্লেন—আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। তবে মধ্যে পাঁচ-ছ'মাস আসিনি।

মি.দে বল্লেন—আসবেন কেমন করে? আপনার কথা যে কাগজে বেরিয়েচে আজ, আপনার ছবি পর্যন্ত বেরিয়েচে। শকুন্তলা, কাগজখানা বাড়ি থেকে নিয়ে এসো তো মা, সিন্ধুনদীর গর্জ আর কেউ বিজয় করেনি এক ফ্রাঙ্ক নর্টন বাদে। বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেচেন আপনি।

মি. সেন বল্লেন—ইনি কি করেচেন বল্লেন?

মি. দে বল্লেন—ইনি হোলেন বিখ্যাত পর্যটক ব্যোমকেশ সুর। এঁর কথা 'ইউ পি'র সমস্ত কাগজে। আমি পরশু লক্ষ্ণৌ থেকে আসচি। সিন্ধু নদীর বিরাট খাত ইনি একা বেড়িয়ে এসেচেন। কি দুর্গম পদযাত্রা সে! শকু মা কাগজ এনেচো? এই দেখুন এঁর ছবি। পড়ে দেখুন সবটা। বাঙালির মুখ একশোবার উজ্জ্বল করেচেন আপনি। ফ্রাঙ্ক নর্টনের পর এ দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করেনি—সকলে বুঝতে পারবে না ইনি কি করেচেন—বাঙালির মধ্যে এত বড়—

মি. সেন বল্লেন—কবে গিয়েছিলেন?

মি.দে কাগজখানা খুলে সকলের দিকে ফিরিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—দেখুন। এই তো সেদিন ফিরেচেন,আজ দিন-দশ-পনেরো হোল, এই দেখুন এঁর ফটো। মি. সুর, আমাদের কাগজে ধারাবাহিক ভাবে আপনি সিন্ধু অভিযান লিখুন। পাঁচহাজার টাকা অফার রইল আমার। স্টেট্সম্যান জানে না যে আপনি কলকাতায়, তা হোলে এখুনি লুফে নেবে। আমার অফার রইল কিন্তু মি. সুর।

শকুন্তলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মি. সুরের দিকে চেয়ে বল্লে—কাল আমাদের বাড়ি আসুন মি. সুর। গল্প শুনবো আপনার মুখে, কেমন তো?

অণিমা ও তরলা হাঁ করে এদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় মি. বাসু এসে ওদের দুজনকে চুপিচুপি বল্লেন, আমি আসি। একটা এনগেজমেন্ট আছে এখুনি, আচ্ছা গুড নাইট।